RAMAKRISHNA MISSION
SHILLONG

Selected Songs for Vocal Music for all groups

Date: 24.08.24 From: 1:00 p.m.

(1)

কীর্তন একতাল

- **পুন্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়**

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস, মাত রে।

(একবার) লুটহ অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে ।।

গভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাও রে

নাচো হরি বলে, দু বাহু তুলে,

হরি নাম বিলাও রে।

হরি-প্রেমানন্দ-রসে অনুদিন ভাস রে,

গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে।।

(2)

ভৈরবী এক তাল

- **অনন্ত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা মা ত্বং হি তারা।
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী
মা ত্বং হি তারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
অকুলের প্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।
মা ত্বং হি তারা।।
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা, মা ত্বং হি তারা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা
মা ত্বং হি তারা।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
অকুলের প্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।
মা ত্বং হি তারা।।

(3)

ঝাঁপতাল

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা।।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা।।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।।

(4)

আশাবরী একতাল

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা ।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ।।
দো রোটি, এক লঙ্গোটি তেরে পাস ম্যয় পায়া ।
ভগতি ভাব্ আউর দে নাম তেরা গাঁবা ।।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ;
অব্ কি বার দে দীদার মেহর কর ফকীরাঁ ।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া;
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া ।

प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा,
तू दीवान तू दीवान, तू दीवान मेरा ।
दो रोटी एक लंगोटी, तेरे पास मैं पाया,
भगति भाव दे और, नाम तेरा गाया ।
तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बढया,
दास कबीर शरण में आया, चरण लागे ताराया ।।

(5)

কীর্তন

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি ।
বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশ-কাল, ব্যবধান, ভেদাভেদ ঘুচিল
(আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া
বল রে মন হরি হরি ।

(6)

प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो ।
समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥
एक लोहा पूजा मे राखत, एक रहत व्याध-घर परो ।
पारस के मन द्विधा नहीं है
दोऊ एक कंचन करो ॥
एक नदिया एक नार बहावत मैलो नीर भरो;
जब मिली दोनों एक वरण भये सुरसरी नाम भयो ॥
एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूरदास झगड़ों,
अज्ञानी से भेद होवे, ज्ञानी काहे भेद करो ॥

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো ।
সমদর্শী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ।।
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারস কে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহু এক কাঞ্চন করো ।।
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো;
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।
ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ।।

(7)

तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है ।
एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
सबके मकां दिल का मकीं तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू ।
हरेक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
क्या मलायक क्या इन्सान, क्या हिन्दू क्या मुसलमान ।
जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
काबा में क्या, देवालय में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जाँ ।
आगे तेरे सिर सबने झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
अर्श से लेकर फर्श जमीं तक और जमीं से अर्श वरी तक ।
जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया जो कुछ है सो तू ही है ।।
सोचा समझा देखा-भाला, तुम जैसा कोई न ढूंढ़ निकाला ।
अब ये समझ में ' जफर ' के आया, जो कुछ है सो तू ही है ।।

তুঝ্সে হমনে দিল্ কো লগায়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় |

এক তুঝ্কো অপনা পায়া জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

সব্কা মকান দিলকা মকীন তু, কৌনসা দিল হ্যায় জিসমে নহি তূ |

হরেক দিল মে তূ হী সমায়া , জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

ক্যা মলায়ক, ক্যা ইন্সান, ক্যা হিন্দূ ক্যা মুসলমান |

জ্যায়সে চাহা তুনে বনায়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

কাবা মে ক্যা, দেবল মে ক্যা, তেরী পরস্তিশ হোগী সব জান |

আগে তেরে সর সবনে ঝুকায়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

অর্ষ সে লেকর ফর্ষ জমিন তক ঔর জমিন সে অর্ষ বরী তক্ |

জহা ম্যায় দেখা তূ হী নজর আয়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

সোচা সমঝা দেখা ভালা,তুম জ্যায়সা কোই ন ঢুংঢ নিকালা |

অব ইয়ে সমঝ মে জ়াফর কে আয়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

(8)

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, একতাল)

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার॥
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার॥
মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধূলি কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম বারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার॥
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

(9)

কীর্তন একতাল

- ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।
কিবা, অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;
কিবা বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।
হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন।
চিদানন্দ-রসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরগমন ॥

(10)

নায়েকী-কানাড়া- -একতাল

আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান ।।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ॥
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমায় দেবতারি মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান।।
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পর দুখে ম্রিয়মান,
পর পাপ বহি রোগ-জ্বালা সহি' তাপিতে করিলে ত্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ,
শুধু লয় মনে রাতুল চরণে করিতে জীবন দান॥

■ স্বামী প্রেমেশানন্দ

(11)

বাগেশ্রী–আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী ।।
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি- পরিমল অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি॥
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময়-মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

■ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

(12)

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া-সম ছবি বিশ্ব-চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়া-দল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি আমি' — এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙমনসোগোচরম্', বোঝে — প্রাণ বোঝে যার॥

■ স্বামী বিবেকানন্দ

(13)

মন চলো নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীরও বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
মন চলো নিজ নিকেতনে।

বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর
কেহ নয় আপন। পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ্ আপনজনে
মন চলো নিজ নিকেতনে।

সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখো পূণ্যধন গোপনে অতি যতনে
লোভ-মোহাদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব সমশন
পরম যতনে রাখোরে প্রহরী শম,দম দুইজনে
মন চলো নিজ নিকেতনে।

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম
পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসী জনে।

যদি দেখ পথে ভয়েরও আকার
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমণ ডরে যার শাসনে।

মন চলো নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীরও বেশে ভ্রম কেন অকারণে।

■ অযোধ্যানাথ পাকরাশি

(14)

ডুব-ডুব-ডুব ডুব সাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রতন ধন,
পাবি রে প্রেম রতন ধন।
খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ খুঁজলে পাবি
হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন,
দীপ-দীপ-দীপ জ্ঞানের বাতি
জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙে
চালায় বল সে কোন জন,
কুবীর বলে শোন শোন শোন,
ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

■ কথামৃতের গান ভাব

(15)

অন্তরে জাগিছ গোমা অন্তরযামিনী ,
কোলে করে আছ মোরে, দিবস যামিনী ।।

অধম সুতের প্রতি , কেন এত স্নেহ প্রীতি ,
প্রেমে আহা ! একেবারে যেন পাগলিনী ।।

কখনো আদর করি , কখনো সবলে ধরি
পিয়াও অমৃত , শুনাও সুমধুর কাহিনী ;

নিরবধি অবিচারে কত ভালবাস মোরে ,
উদ্ধারিছ বারে বারে , পাতিতোদ্ধারিনি ।।

বুঝেছি এবার সার , মা আমার আমি মার ,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী ;

করি মাতৃস্তন্য পান , হব বীর বলবান ,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী ।।

■ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

(16)

গৌড়সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার,
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার।।
অকর্মজনিত ভয় যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারালে দিন,
এখনো কর বিধান মনরে আমার ;
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান,
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর।।

—রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

(17)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত

খাম্বাজ—চৌতাল

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়,
আদিঅন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়।।
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি কিরণ বরষি উজলে সেথাও চারু বিভায়।।
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ মন, চরণে অর্পণ করিতে চায়;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায়।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

(18)

পিলু বারোঁয়া—একতাল

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়॥
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দহন, সহিলে কত না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিল-সিক্ত-কায় ;
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জ্বালা জুড়াবে তায়॥
জাহ্নবী-তীরে তৃষ্ণা-কাতর, অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ-পূত-গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায় ;
হ'ক অবসান ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায়॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

(19)

শ্রীমদ্বিবেকানন্দ সঙ্গীত

ইমন-কল্যান—একতাল

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে 'আয়রে আয়'।
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়॥
আত্মত্যাগের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে।
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দলিতে, আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়॥
স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল,
নিভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়॥
এস দেব এস করুণা-নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ,
কৃপা করি কর এ আশীষ দান তব কাজে যেন জীবন যায়॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শিবরঞ্জনী—তিনতাল

জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রীবিবেকানন্দ।
ইন্দু নিভানন সুন্দর লোচন বিশ্বমানব চিরবন্দ্য।।
প্রেম ঢল ঢল কান্তি সুবিমল অধিগত বেদ বেদান্ত
ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যা উজ্জ্বল চিত্ত নিরমল শান্ত।।
কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান ত্রিশূল ধারণ ছেদন জীবমোহ বন্ধ।
ব্রহ্ম পরায়ণ নমো নারায়ণ দেহি দেহি চরণারবিন্দ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ